আজকের কাগজ

তারিখ 24 APR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলম ২

স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা ইন্সটিটিউটের গবেষণায় সফলতা

কাগজ প্রতিবেদকঃ ইন্সটিটিউট অফ পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) বা স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষা ইন্সটিটিউট জয়দেবপুরের অদূরে সালনায় অবস্থিত। বাংলাদেশ, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সরাসরি প্রযুক্তি ও অর্থ সাহায্যে ১৯৮৪ সালে গড়ে উঠা এই প্রতিষ্ঠানটি জন্মলগ্ন থেকে গবেষণা ও কৃষি শিক্ষায় আধুনিকতার পরিচয় দিয়ে আসছে। গত বছরের আগষ্ট মাস থেকে ইপসা এমএস ও পিএইচডি পর্যায়ে কোর্স পদ্ধতির প্রবর্তন করে এবং এ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা দু'টো টার্ম সমাপ্ত করেছে। এখানকার শিক্ষা কার্যক্রমের একটি প্রধান বিষয় হলো গবেষণা কর্ম। ইপসা নতুন প্রতিষ্ঠান হলেও গবেষণা কার্যক্রমের প্রচুর উন্নয়ন ঘটিয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, বারোমাসী সীমের জাত উদ্ভাবন। ইপসা সীম-১ ও ইপসা সীম-২ নামের জাত দু'টি দেশের সব অঞ্চলে বারো মাসে ফলানো সম্ভব এবং ফলনও খুব ভালো। উদ্যানতত্ত্ব এবং কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আইয়ুবুর রহমান চৌধুরী, ডঃ মোহাম্মদ আলী ও ডঃ আবদুল কাদির-এর সমন্বিত গবেষণা প্রচেষ্টায় সীমের এই জাতগুলো উদ্ভাবন সম্ভব হয়। এই জাতের সীমের বীজ এ বছরই কৃষকের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। ডঃ আইয়ুবুর রহমান চৌধুরীর প্রচেষ্টায় সবচে' উন্নতজাতের বারোমাসী পেয়ারার জাত নির্বাচিত হয়েছে এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদের জন্যে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের ডঃ মোফাজ্জল হোসেন চীনা বাঁধাকপি ও সাধারণ বাঁধাকপির মধ্যে অঙ্গজকোষ সংকরায়নের মাধ্যমে একটি নতুন ধরনের সংকরজাতের বাঁধাকপি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। সুস্বাদু এই নতুন জাতের বাঁধাকপিটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদনে সক্ষম। তাছাড়াও গরমের সময় পাতা সবজি হিসেবে এই বাঁধাকপিটি চাষাবাদ করা যাবে। উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আলী সংকরায়নের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্ত্রী শসা ও ক্ষীরাগাছ উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন। এই সমস্ত গাছে প্রতি পাতার গোড়ায় কমপক্ষে একটি করে ক্ষীরা বা শসা ধরে। জাপানের কিছু বীজহীন স্ত্রী শসার জাতের সঙ্গে বাংলাদেশের ক্ষীরা ও শসার সংকরায়নের মাধ্যমে স্ত্রী জাতের এই নতুন ক্ষীরা ও শসা গাছ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ডঃ আলী দু'টি স্ত্রীজাতের কাকরোলের মধ্যে সংকরায়নের এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কাকরোলে পুরুষ গাছে কোনো ফল হয় না তাই সংকরায়ন কর্মসূচিতে পিতা-মাতা নির্বাচন খুবই অসুবিধাজনক। উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে সংকরায়নই তাড়াতাড়ি সাফল্য বয়ে আনতে পারে। ডঃ আলী ও তাঁর সহযোগী ছাত্র গবেষকবৃন্দ বেগুনের মাটি জন্মা রোগ প্রতিকারের ওপর গবেষণা করছেন এবং সাফল্যের দোড়গোড়ায় প্রায় পৌছে গেছেন। তিনি রোগ প্রতিরোধক্ষম জংলী বেগুনের ওপর জোড় কলমের মাধ্যমে বেগুন ও টমেটো চাষে সাফল্য লাভ করেছেন। অতি সহজেই জোড় কলমের মাধ্যমে সারাবছরই বেগুন ও টমাটো চাষ সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। ইপসা'য় এ রকম অনেক গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইপসা'র ছাত্র গবেষকবৃন্দ কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব, কীটতত্ত্ব, ফসল উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগের শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে টমেটো, সরিষা, ব্রকলি, মটর, মূলা ও অন্যান্য সবজি ও তেল জাতীয় শস্যের উপর উৎপাদন বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন রকম গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে আরো অধিকতর গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণের পরিকল্পনাও করেছেন এখানকার বিজ্ঞানীরা।